দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯
২৮ মে ২০১২

লন্ডনকে স্মার্ট সিটিতে পরিণত করবে ইন্টেল

সময়ের সাথে সাথে বর্তমানের প্রযুক্তিনির্ভর এই বিশ্বে স্মার্ট শব্দটি ক্রমেই জনপ্রিয় একটি শব্দে পরিণত হয়েছে। এখন আর কেউ মোবাইল ফোনের প্রতি আগ্রহী নয়, তাদের আগ্রহের বিষয় স্মার্টফোন। কেননা, স্মার্টফোনে রয়েছে সেইসব ফিচার, যা সাধারণ মোবাইল ফোনে আর নেই। তেমনি সব ধরনের পণ্যেই যুক্ত হচ্ছে নানান ধরনের স্মার্ট সব ফিচার। এবার আর কোনো পণ্য নয়, গোটা একটি শহরকেই স্মার্ট করে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে বিশ্বব্যাপী শীর্ষ প্রসেসর নির্মাতা ইন্টেল। হ্যাঁ, লন্ডন শহরটিকে স্মার্ট শহরে রূপান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবার ইন্টেল। প্রযুক্তি যেভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তাতে করে

ভবিষ্যতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কোনো কিছুই প্রযুক্তি ব্যতিরেকে সম্ভব হবেনা। আর তাই ভবিষ্যতের শহরগুলোও এখনকার শহরের মত হলে চলবে না বলেই এবার ভবিষ্যত প্রজন্মের এই স্মার্ট শহরের পরিকল্পনা নিয়েছে ইন্টেল। আর তাদের এই উদ্যোগে সঙ্গী হয়েছে ইমপেরিয়াল কলেজ, লন্ডন এবং ইউনিভার্সিটি কলেজ, লন্ডন। এই তিন প্রতিষ্ঠান মিলে স্থাপন করেছে একটি বিশেষ ল্যাবরেটরি। আর এই যৌথ উদ্যোগের মূল প্রতিপাদ্য হবে স্বাভাবিক জীবনযাপনকে আরও সহজ এবং নির্ভার করতে প্রতিটি মুহূর্তের জন্য কার্যকরী সব প্রযুক্তির অ্যাপ্লিকেশন খুঁজে বের করা। প্রাথমিকভাবে বেশ কিছু গবেষক নিয়ে শুরু হয়েছে এই কার্যক্রম।

বর্তমান বিশ্ব অনেকটাই পরিবেশ বিপর্যয়ের আশংকায় দিন কাটাচ্ছে। সেক্ষেত্রে গবেষকরা এই প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশকে দূষণ মুক্ত রেখে স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য কাজ করবে। পাশাপাশি নাগরিক জীবনের অন্যান্য সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলাতেও প্রযুক্তির সহায়তা গ্রহণ করবে এই যৌথ উদ্যোগ। বিশ্ব আসলে দ্রুত নগরায়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে। গবেষকদের ধারণা, ২০৫০ সাল নাগাদ গোটা বিশ্বই পরিণত হবে নগরে। আর তাই ইন্টেল মনে করছে, সেই ভবিষ্যতের নগরমুখী বিশ্বে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন হবে এখনকার চাইতেও অনেক বেশি কার্যকরী 'স্মার্ট' সব সমাধান। ইন্টেলের চিফ টেকনোলজি অফিসার জাস্টিন রার্টনার জানিয়েছেন, সেই ভবিষ্যতের নগরমুখী পৃথিবীর কথা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ গ্রহণে অনুপ্রাণিত হয়েছে ইন্টেল। আর লন্ডন হচ্ছে পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম শহর। আর এখানকার অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এই ধরনের পরীক্ষণের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত বলেই লন্ডনকে বেছে নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। তাদের এই উদ্যোগে গোটা শহরকে একটি অবিচ্ছিন্ন নেটওয়ার্কে পরিণত করা হবে। পানি ব্যবস্থাপনা, পয়নিষ্কাশন, বিদ্যুৎ সরবরাহ, পরিবেশ দূষণসহ যাবতীয় নাগরিক সেবা একটি অবিচ্ছিন্ন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পরিচালিত হলে তা নাগরিকদের জন্য বাড়তি নানান সুবিধা নিয়ে আসবে। পাশাপাশি নাগরিকদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নেও কাজ করবে প্রযুক্তি। উদ্যোক্তারা আশা করছেন, মাল্টিমিলিয়ন পাউন্ডের এই উদ্যোগ বিশ্বের জন্য একটি উদাহরণ তৈরি করতে সমর্থ হবে।

তরিকুর রহমান সজীব